ইট ভাটার জীবন- অজয় মজুমদার
দ্বিতীয় পাতায়...
বীর বিপ্লবী নেতাজির জন্মদিনে স্মৃতিমুখর হয়ে উঠবে নাগাল্যান্ডের 'রুজাজো' গ্রাম
তৃতীয় পাতায়...
সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত গাইঘাটা পূর্বচক্রের প্রাথমিক পড়ুয়াদের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা
চতুর্থ পাতায়...

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 6 ❑ Issue 44 ❑ 19 Jan., 2023 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 2

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

তৃণমূল প্রধানকে রাস্তায় জুতোপেটা করার হুমকি বিজেপি বিধায়কের

প্রতিনিধি : তৃণমূল পরিচালিত এক গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে রাস্তায় টেনে এনে জুতো পেটা করার হুমকি দিলেন বনগাঁ উত্তর কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া। শুক্রবার বনগাঁর গাঁড়াপোতা গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপির পক্ষ থেকে বিক্ষোভ কর্মসূচির পালন করা হয়। আবাস যোজনায় দুর্নীতির অভিযোগ তুলে করা হয় প্রতিবাদ সভাও। পরে পঞ্চায়েত প্রধান সুশান্ত দত্তের কাছে স্মারক লিপি দেয় বিজেপির প্রতিনিধি দল। সেখানেই এসেছিলেন অশোক বাবু। ভাষণে প্রধানকে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'প্রধানকে বুঝিয়ে দিতে চাই সাবধান না হলে যেসব মানুষ ঘর পায়নি, তারা আপনাকে অফিস থেকে টেনে রাস্তায় নিয়ে আসবে। জুতোপেটা করবে। এখনো সাবধান হয়ে যান।"

তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিশ্বজিৎ দাসকে বেইমান অপদার্থ বলেও উল্লেখ করেছেন বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্ত্তনীয়া। তার কথায় কান্নাকাটি করে হাতে-পায়ে ধরে বিশ্বজিৎ দাস বিজেপির টিকিট পেয়েছিলেন।

বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া

বিধানসভা ভোটে বিজেপি কর্মীদের রক্তের বিনিময়ে তিনি বিধায়ক হয়েছিলেন। তারপরে তিনি বেইমানি করে তৃণমূলে গিয়ে জেলা সভাপতি হয়েছেন। এদিনের প্রতিবাদ সভায় এসেছিলেন বনগাঁ দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার ও বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি রামপদ দাস। স্বপন বাবু পুলিশ প্রশাসন ও তৃণমূলকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন "পঞ্চায়েত ভোট সুষ্ঠুভাবে না হলে রক্ত গঙ্গা বইয়ে দেওয়া হবে।" কর্মীদের তিনি ভোটের দিন চ্যালা কাঠ দিয়ে রান্না করার পরামর্শ দিয়েছেন। তার কথায়, ভোটের দিন ভোট করতে আসলে তৃণমূল হোক বা প্রশাসন ওই চ্যালা কাঠ পিঠে দেবেন।" বিজেপি বিধায়কদেরর বক্তব্যের বিষয়ে তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, "অন্ধকার জগতের লোকজন রাজনীতিতে এলে তারা মানুষের ভাষায় কথা বলেন না। বিজেপি বিধায়কেরা বুঝতে পারছেন, তাদের পায়ের তলার মাটি সরে গিয়েছে। তাই অশ্লীল কথা বলছেন। মানুষের ভাষা ওরা বোঝেন না।"

বিধায়কের গাড়ি থামিয়ে সমস্যার কথা জানালেন গ্রামবাসী

প্রতিনিধি : দিদির দূত হিসেবে গ্রামে গিয়ে তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস গ্রামবাসীর ক্ষোভের মুখে পড়লেন। তার গাড়ি আটকে বাসিন্দারা পানীয় জলের সমস্যার কথা বলেন। বিশ্বজিৎ বাবু তাদের আশ্বাস দিয়ে জানান, শুক্রবারের মধ্যে পানীয় জলের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। মঙ্গলবার সকালে বনগাঁ থানার বোয়ালদা গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকার ঘটনা।

এদিন সকাল থেকে তিনি ঘাটবাওড় গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়ান। মানুষের অভাব অভিযোগের কথা শোনেন। সকালেই গিয়েছিলেন চড়ুইগাছি গ্রামে। তৃণমূলের জেলা সভাপতিকে হাতের কাছে পেয়ে গ্রামবাসী তাদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। চড়ুইগাছির প্রধান পিচের রাস্তাটির এখন বেহাল দশা। বাসিন্দারা রাস্তাটি সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন। গ্রামের আইসিডিএস কেন্দ্রটির বেহাল পরিকাঠামো। দরজা জানালা কিছুই নেই। পায়খানা বাথরুমও ভাঙাচোরা। বাসিন্দারা এই আইসিডিএস কেন্দ্রটির সংস্কার দাবি করেছেন

তৃতীয় পাতায়...

টাকার বিনিময়ে চাকরি দেওয়ার অভিযোগ বিজেপি বিধায়কের বিরুদ্ধে

প্রতিনিধি : বনগাঁ উত্তর কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া টাকার মাধ্যমে ১৭ জন ছেলে-মেয়েকে পেট্রাপোল বন্দরের সেন্ট্রাল পার্কিংয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠল। শনিবার তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস জেলা কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেন "বনগাঁ উত্তর কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া তার বোন, শালা সহ ১৭ জনকে টাকার বিনিময়ে কাজ পাইয়ে দিয়েছেন পেট্রাপোল বন্দরে। বিশ্বজিৎ বাবুর দাবি, "সামান্য ক্ষমতা পেয়ে বিজেপির বিধায়কেরা ব্যক্তিগত স্বার্থে টাকা লুটপাট করছে। এরা মানুষের কথা ভাবে না। ব্যক্তিগত স্বার্থের কথাই ভাবে।

বৃহস্পতিবার গোপালনগরের একটি পথসভা থেকেও বিশ্বজিৎবাবু একই অভিযোগ তুলেছিলেন। এ বিষয়ে অশোক বাবু বলেন, "ভিত্তিহীন অভিযোগ। প্রমাণ করতে পারলে আমি বিধায়কের পদ ছেড়ে দেব। প্রমাণ করতে না পারলে বিশ্বজিৎ দাস কি বিধায়কের পথ ছেড়ে দেবেন? আমি চ্যালেঞ্জ করলাম।

বিশ্বজিৎ বাবু বলেন, "ওই চ্যালেঞ্জ আমি গ্রহণ করলাম "একটি অডিও ক্লিপ ছড়িয়ে পড়েছে। সেটা শুনলেই বোঝা যাবে টাকার বিনিময়ে বিজেপি বিধায়ক কাজ দিয়েছেন।"

একটি অডিও ক্লিপ সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। যদিও এই অডিও ক্লিপের সত্যতা সংবাদ প্রতিদিন যাচাই করেনি। সেখানে এক মহিলাকে অশোক বাবুকে বলতে শোনা যাচ্ছে, কাছ পেতে গেলে টাকা লাগে। পেট্রাপোলে কাজ তিনি দেননি। তার ভাগে একজন পড়েছিল। শান্তনু ঠাকুর, দেবদাস মন্ডল ও স্বপন মজুমদারের ও ভাগছিল।"

দেবদাস মন্ডল বনগাঁ পৌরসভার বিজেপি কাউন্সিলর। স্বপন মজুমদার বনগাঁ দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক এবং শান্ত

তৃতীয় পাতায়...

পুকুর ভরাটের অভিযোগ,থানায় অভিযোগ বাসিন্দাদের

প্রতিনিধি : প্রায় ১০ থেকে ১২ বিঘার পুকুর ভরাটের অভিযোগ উঠল গাইঘাটা থানার চাঁদপাড়া ঢাকুরিয়া চৌধুরী বাগান এলাকার। রবিবায় স্থানীয় বাসিন্দারা পুকুর ভরাটের বিরুদ্ধে আবেদন জানিয়ে গাইঘাটা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, চাঁদপাড়া ঢাকুরিয়া এলাকায় চাঁদপাড়া ঠাকুরনগর সড়কের পাশে দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে চৌধুরী বাগান এলাকায় চৌধুরীদের পুকুর নামে ওই দীর্ঘ জলাশয়টি রয়েছে। তাঁর লম্বা চওড়া পাড়ও রয়েছে।

দিন কয়েক আগে স্থানীয়রা দেখেন পুকুরের পাড় পরিষ্কার করে করা হচ্ছে। অভিযোগ, তারপরেই বাইরের থেকে মাটি এনে পুকুর ভরাটের কাজ শুরু করেছে প্রোমোটারেরা। ইতিমধ্যে পুকুরের বেশ কিছু অংশ ভরাট করা হয়ে গিয়েছে।

বাসিন্দাদের বক্তব্য, এলাকার জল ওই পুকুরে যায়। ভরাট হয়ে গেলে এলাকার জল নিকাশের সমস্যা বাড়বে। কয়েকজন প্রোমোটার মিলে দিন কয়েক ধরে ট্রলি বোঝাই করে মাটি এনে পুকুরের মধ্যে ফেলছে। পাশাপাশি পুকুরপাড় ছোট ছোট প্লটে ভাগ করা হচ্ছে।

গাইঘাটার চাঁদপাড়া এলাকায় জালন্দিয়া খালসহ নদী ভরাটের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করছেন এপিডিআর এর সদস্যরা। চৌধুরী পুকুর ভরাটের বিষয়ে খবর পেয়ে তারাও সোচ্চার হয়েছেন।

মানব অধিকার কর্মী নন্দদুলাল বসু বলেন, "শাসক দলের নেতাদের টাকা দিয়েই একের পর এক চাঁদপাড়ায় পুকুর ভরাট চলছে। আমরা প্রতিবাদ করি। গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেছে। অবিলম্বে পুকুর ভরাট বন্ধ না হলে চাঁদপাড়া এলাকায় জল নিকাশি ব্যবস্থা বলে কিছু থাকবে না।

বিজেপির অভিযোগ, শাসকদলের নেতাদের মদতেই প্রোমোটাররা এই ভরাট করছে। বিজেপি নেতা চন্দ্রকান্ত দাস বলেন, "শাসকদলের নেতাদের টাকা দিয়ে প্রোমোটারেরা চৌধুরী বাগানসহ চাঁদপাড়ার বিভিন্ন এলাকায় পুকুর ভরাট করছে। প্রশাসন ব্যবস্থা না নিলে আমরা আন্দোলন শুরু করব।

দ্বিতীয় পাতায়...

ফের বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে

প্রতিনিধি : ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দর জন্মদিন উপলক্ষে দলীয় কর্মীদের নিয়ে আয়োজন করা পিকনিক নিয়ে ফের বনগাঁয় বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্য চলে এলো। বিজেপি নেতাদের একে অপরের উপর কটূক্তি করাকে নিয়ে অস্বস্তিতে বিজেপি কর্মীরা। বিজেপির দুটি আলাদা পিকনিক নিয়ে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল।

বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, "বৃহস্পতিবার বনগাঁ ১ মাইল পোস্ট এলাকায় দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে পিকনিকের আয়োজন করেছিলেন বিজেপি বনগাঁ উত্তর মন্ডলের কনভেনার দিপ্তেন্দু বিকাশ বৈরাগী ও পিন্টু মিস্ত্রিরা। তাদের সঙ্গে ছিলেন বনগাঁ উত্তরের বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া সহ একাধিক বিজেপির নেতাকর্মীগণ। সেখানে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার পিকনিক বলে ব্যানার টানানো রয়েছে।

অন্যদিকে বনগাঁর পোলতা শালবাগানে বনগাঁ সংগঠনিক জেলা সহ-সভাপতি জ্ঞান প্রকাশ ঘোষের নেতৃত্বে অপর একটি পিকনিকের আয়োজন করেছিল। জ্ঞান বাবুর পিকনিকেও একাধিক বিজেপির নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। তাই হাফ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে দুটি পিকনিক নিয়ে দ্বিধা বিভক্ত বিজেপি পৌর মন্ডলের কর্মীরা।

গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের প্রশ্নে জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ বলেন, "দিপ্তেন্দু ও পিন্টু বাবুরা পিকনিক করছে, ওরা তৃণমূল থেকে এসেছেন। ওটা তৃণমূল কালচারের পিকনিক। তাই আমরাও পিকনিক করছি। ভাই ভাইয়ের মধ্যে বিবাদ থাকে পরে আবার ঠিক হয়ে যায়। গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বলে কিছু নেই। বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়ার সম্পর্কে তিনি বলেন, ওনার বিরুদ্ধে অনেক কথাই আছে। অভিযোগ আছে। সেগুলো পরে প্রকাশ্যে আসবে। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কথা অস্বীকার করেছেন দিপ্তেন্দু বিকাশ বৈরাগী এবং বনগাঁ উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া। অশোক কীর্তনীয়া বলেন, "কে কি বলল সেটা নিয়ে ভেবে লাভ নেই। এটা আমাদের সংগঠনের পিকনিক।"

বিজেপির পিকনিক নিয়ে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, "গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জর্জরিত বিজেপি। ওদের পিকনিকেও সেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বই দেখা গেল। পিকনিক নিয়ে ওদের মধ্যে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই শুরু হয়েছে।"

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৬ ❐ সংখ্যা ৪৪ ❐ ১৯ জানুয়ারী, ২০২৩ ❐ বৃহস্পতিবার

পুঁথিগত শিক্ষাই কি প্রকৃত শিক্ষা, ডিগ্রি অর্জনই শেষ কথা?

পুঁথিগত শিক্ষাকেই আমরা অনেক সময় প্রকৃত শিক্ষা বলে মনে করি। যেকোনও ভাবে ডিগ্রি পাওয়াটাকেই শিক্ষিত শ্রেণির মানুষ বলে গণ্য করি। আসলে প্রকৃত শিক্ষা অন্ধসংস্কার, প্রথাচারের আবরণ ভেদ করে সত্যের উন্মেষ ঘটায়, মনুষ্যত্বের জাগরণই যথার্থ শিক্ষা। শিক্ষা মানুষকে মার্জিত করে, সহনশীল করে, বিনয়ী করে। শুভবোধে উদ্দীপিত করে। মনের ক্ষুদ্রতা, স্বার্থপরতাকে বিনষ্ট করে।

প্রকৃত শিক্ষার আলোতে মানুষ যখন মানুষ হয়ে ওঠে, তখন জাতি, ধর্ম, বর্ণের অভিমান ঘুচে যায়। বর্তমানে শিক্ষার মেরুদণ্ডকে প্রাণসুলভ আবহাওয়ায় মণ্ডিত না করলে প্রজন্ম অনেক পিছিয়ে পড়বে। বুঝতে হবে, অনেক ধৈর্য, অনেক পরীক্ষার মধ্য দিয়েই শিক্ষাকে সত্য করে তুলতে হয়। আমরা বই মুখস্থ করে বিদ্যা জাহির করতে পারি, কিন্তু বইয়ের বিদ্যাকে জীবনে যথার্থ করে তুলতে পারি না। শুধু বোল মুখস্থ করে বাদক হওয়া যায় না, প্রকৃত বাদক হতে গেলে বোলকে অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে আয়ত্ত করতে হবে। তবেই তা হবে প্রকৃত শিক্ষা।

বাংলা প্রবাদ পুরুষ— সুশীল কুমার দে

নির্মল বিশ্বাস

গত সপ্তাহের পর...

এমন বহুমুখী প্রতিভাধর, এমন দশকর্মা মানুষের জীবনে নিরবচ্ছিন্ন অবসর এবং নির্ভেজাল ছুটি মেলা শক্ত। সুশীলবাবু আমৃত্যু প্রায় কাজের মধ্যে ডুবেছিলেন। একদিকে যেমন তাঁর লেখা চলছিল, তেমনই চলছিল গবেষণা ও সম্পাদনা। আবার অন্যদিকে শিক্ষকতা, সংস্কৃতি ও সংগঠনমূলক কাজ। ১৯৪৮ সালে বাংলা ভাষা গবেষণা কাজের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক দেন। ১৯৪৯ সালে সর্বভারতীয় প্রাণীবিদ্যা সভার মূল সভাপতি পদ অলঙ্কৃত করেন। ১৯৫০ সালে শরৎচন্দ্র স্মারক বক্তৃতা দেন। ১৯৫১ সাল থেকেই ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত সংস্কৃত কলেজের রিসার্চ প্রফেসর এবং ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত যাদবপুর বিশ্ব- বিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান ছিলেন। ভারত সরকার স্থাপিত সংস্কৃত কমিশনের সদস্য হিসাবে কাজ করেছেন ১৯৫৫সাল থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত। রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সম্মাননা ফেলো পেয়েছেন ১৯৫৪ সালে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ১৯৫৬-১৯৬৪ সাল পর্যন্ত। প্রথম জীবন থেকেই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। এখানকার সভাপতি হয়েছিলেন দু'বার। ১৯৫৫ সালে সাহিত্য আকাদেমির সংস্কৃতি উপদেষ্টা পর্ষদের সদস্য। ১৯৬১ সালে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলেন। ১৯৬৮ সালের ৩০ জানুয়ারি তাঁর মৃত্যু ঘটে। এরকম ঠাসা বুনোন কর্মজীবন অল্প মানুষের ভাগ্যে জুটেছে। তাঁর বন্ধু ভাগ্য ছিল ঈর্ষনীয়। ঢাকা সারস্বত সমাজ "বিদ্যারত্ন" উপাধি পেয়েছিলেন ১৯৪৩ সালে। আর নবদ্বীপের বিদ্বজ্জনী সভা দিয়েছিলেন ১৯৫০ সালে "বিদ্যাসিন্ধু" উপাধি। ১৯৬৫ সালে পেয়েছিলেন "আনন্দ পুরস্কার"। গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা ও গবেষণামূলক কাজের বাইরে, অধ্যয়ন কর্মের বাইরে তাঁর আর এক অনন্য পরিচয় ছিল, তিনি ছিলেন সে যুগের একজন সুখ্যাত কবি। তাঁর সাহিত্য প্রীতি ও রসজ্ঞতা এসেছিল তার পিতা ও পিতামহের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে। সুশীল কুমার দে সাহিত্য সমালোচক হিসাবেও পরিচিত ছিলেন। এই উভয় সূত্রেই কবি মোহিতলালের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা নিবিড়ভাবে গড়ে উঠেছিল।

সুশীল কুমার দে-র রচিত কাব্যগ্রন্থগুলির নাম—

দিপালী (১৩৩৫), প্রাক্তনী (১৯৩১), লীলায়িত (১৩৪১), অদ্যতনী (১৩৪৮) ও সায়ন্তনী (১৩৬০)। এছাড়া একটি বাংলা সনেটের উল্লেখযোগ্য সংকলনও তিনি প্রকাশ করেছিলেন। অন্যান্য গ্রন্থ—

(১) দি আর্লি ইউরোপীয়ান রাইটার্স অব বেঙ্গল (১৯১৫), (২) হিস্ট্রি অব বেঙ্গলি লিটারেচার ইন দি নাইনটিনথ সেঞ্চুরি (১৯২৩), (৩) বক্রোক্তি জীবিতা (১৯২৩), (৪) স্টাডিজ ইন দ্য হিস্ট্রি অব সানস্ক্রিট পোয়েটিক্স (২ খণ্ড) লন্ডন থেকে প্রকাশিত (১৯২৩), (১৯২৫), (৫) এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান এরাটিক্স অ্যান্ড এরোটিক লিটারেচার (১৯২৯), (৬) ট্রিটমেন্ট অব লাভ ইন সানস্ক্রিট লিটারেচার (১৯২০), (৭) বৈষ্ণব ফেইফ অ্যান্ড মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল (১৯৪২), (৮) বাংলা প্রবাদ, (৯) এ হিস্ট্রি অব সানস্ক্রিট লিটারেচার, ক্লাসিকাল পিরিয়ড (সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের সঙ্গে ১৯৪৭), (১০) দীনবন্ধু মিত্র (১৯৫১), (১১) নব নিবন্ধ প্রবন্ধ সংগ্রহ (১৯৫৪)। এছাড়া ও আরও কিছু পুস্তক রচনা করেছেন।

সমাপ্ত...

বিষয়- সমাজ বিজ্ঞান

ইট ভাটার জীবন

অজয় মজুমদার

কবির ভাষায় জননীর প্রতিনিধি অতি ছোট দিদি। পাঁচ বছর বয়স হতে না হতেই আর একটা শিশুর দায়িত্ব ওদের নিতে হয় ও একটা গামছা প্যাঁচানো শিশু ওদের পিঠে

বেঁধে দেওয়া হয়। ওই শিশুটি সেই নবজাতকের খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো, সব কিছুই তার দায়িত্বের মধ্যে এসে পড়ে। বাবা মা দুজনেই ইটভাটার শ্রমিক। দিনরাত ওদের পরিশ্রম। বাড়ি ঘর ছেড়ে এক তেপান্তরের মাঠে ওদের আশ্রয়। ভাটার মালিক যদি মানবিক হন, তাহলে ভালো থাকার জায়গা জোটে ও না হলে নিদারুণ কষ্টের মধ্যে ওদের দিন গুজরান। ওদের সুখ দুঃখ যন্ত্রণার কথা বহুদিন ধরে শুনে আসছিলাম। ৮ ই জানুয়ারি ২০২৩ আমরা রওনা হলাম বেলের কাছে নোভা ব্রিক ফিল্ডে। রবিদার গাড়ির ডিকিতে আমাদের সংগৃহীত প্রচুর শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত পোশাক। ঐকতান সোসাইটি থেকে বেশ কিছু কম্বল আগেই টোটো করে গন্তব্যে পৌঁছেছিল। মালিক আমাদের ঘনিষ্ঠ। কল্যান বসু, এলাকায় অত্যন্ত জনপ্রিয়। শ্রমিকদের কষ্টের কথা তিনি আমাদের জানান। আমরা ভেবেছিলাম ওখানে একটা মেডিকেল ক্যাম্প করব। এবার হয়ে ওঠেনি। তবে আগামী দিনে ওখানে একটা স্বাস্থ্য শিবির করার কথা আমরা ভেবেছি।

চাকদা রোড দিয়ে বেলে বা বালিয়া, সেখান থেকে গাংনাপুর যাওয়ার রাস্তায় পো: গরীবপুর, গ্রাম-কৃষ্ণপুর, বেলে। এই রাস্তায় এই প্রথম যাওয়া। রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন কবিতায় দুটো লাইন মনে পড়ে।

" বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।
দেশে দেশে কত না নগর রাজধানী"

সন্ধ্যার পর ওই শিশুদের কাজ হল সারাদিন ধরে যে ইট তৈরি হয়েছে, সেগুলি সন্ধ্যার বৈদ্যুতিক চকচকে আলোয় একটা ইটের উপর বসে আরেকটি ইট উল্টে দেওয়া, রোদ পাওয়ার জন্য। এর মধ্যেই শিশুর খেলা। কাজ আর কাজ। নেই কোন পড়াশোনার চাষ। এ এক বিচিত্র জীবন। ওঁরাও, সর্দার, দুলে সম্প্রদায়ের মানুষই বেশি বললেই চলে। এই শ্রমিকদের সংগ্রহ করে ওস্তাদ। ওস্তাদরা একরকম লেবার কন্ট্রাক্টর। শ্রমিক শোষণ করে মুনাফা করাই ওদের কাজ। এখানেও জমিদারি প্রথা চলছে যুগ যুগ ধরে। ঝাড়খন্ড, বিহার, উড়িষ্যা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন জায়গা থেকে শ্রমিক সংগ্রহ করে আনে ওস্তাদরা। এক হাজার ইট তৈরীর মজুরি যদি পাঁচ হাজার টাকা হয়। খুব বেশি হলে হাজার দু এক টাকা শ্রমিকেরা পায়। বাকি টাকায় ওস্তাদরাই ভাগ বসায়। তবে এর মধ্যে যারা ফায়ার শ্রমিক তারা হাজার দশেক করে মাইনে পায়। তবে তারা ওস্তাদদের ভাগ দেয় না। এদের ডিউটির কোন নির্দিষ্ট সময় নেই।

প্রাগৈতিহাসিক সময় থেকেই মানুষ তার প্রয়োজনে বিশাল ভবন এবং বিভিন্ন নান্দনিক গঠনের কাঠামো তৈরি করে এসেছে। খ্রিস্টপূর্ব ৭৫০০ বছর পূর্বে সবচেয়ে প্রাচীনতম ইটের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই ইট দক্ষিণ পূর্ব আনাতোলিয়ার নিকটবর্তী দিয়া বাকির কাছাকাছি টাইগ্রিস এলাকা থেকে সংগৃহীত হয়েছে। এর চেয়েও অল্প প্রাচীন খ্রিস্টপূর্ব ৭০০০ বছর থেকে ৬৩৯৫ সালের মধ্যে জেরিকো এবং কাঁতাল হাইয়ূক এলাকায় দেখা গেছে। তবে গবেষকদের বিশ্বাস, খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে আগুনে পোড়া ইট তৈরি করা হয়েছিল। আগুনে পোড়ানো এই ইট ঠান্ডা এবং আর্দ্র আবহের বিরুদ্ধে কাজ করে ও বেশ মজবুত প্রকৃতির হয়ে থাকে। জন বিস্ফোরণ এর জন্য বাসভূমির প্রয়োজন। তাই ইটের প্রোডাকশান বেশ কয়েক গুন বেশি করতে হয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী দেশের, প্রতিদিন গড়ে ২২৫ হেক্টর ভূমি, বছরে ৮২ হাজার হেক্টর ভূমি নষ্ট হচ্ছে। এর সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে আবাসন তৈরি ও ইটভাটার জন্য মাটি সংগ্রহ করা। অক্টোবর থেকে মার্চ মাস ইট তৈরির উপযুক্ত সময় বলে মনে করেন ভাটা মালিকেরা।

ইটভাটা স্থাপন সংক্রান্ত আইন —

১) পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের স্বার্থে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপনের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং সে সংক্রান্ত আইন পুনঃ প্রণয়ন প্রয়োজন। এই আইন ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৩ নামে অভিহিত হয়। এন আর ও নং ৩৫৭/২০১৫, ১লা ডিসেম্বর আইন কার্যকর হয়েছে।

২) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকলে এই আইনে অনুশীলন কমিটি অর্থ ধারা ১২ এর অধীনে—

"অনুসন্ধান কমিটি" অর্থ ধারা ১২-র অধীনে গঠিত কমিটি।

"অপরাধ" অর্থ্যা এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ।

অনুসন্ধান অর্থে পরিবেশ আদালত আইন বা ফৌজদারী কার্যকর বিধির অধীন পরিচালিত অপরাধের অনুসন্ধান তদন্ত উহার অন্তর্ভুক্ত হবে না।

"কৃষি জমি" অর্থ এমন কোন জমি যা বছরে একাধিকবার কৃষি পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

ইটভাটা সংক্রান্ত আরো অসংখ্য আইন প্রণীত হয়েছে। যা এই নিবন্ধে লেখা সম্ভব হলো না। ইটভাটা শ্রমিকদের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণের কোন সচেতনতা নেই। বংশবৃদ্ধি মানেই একটি শিশু শ্রমিক পরিবারে আসা। রোজগার বাড়া। এভাবেই ওদের দিন গুজরান। এই শ্রম ব্যবস্থার সঙ্গে দাস ব্যবস্থার মিল আছে। তবে তা পরিবর্তিত।

ভাটার মালিক কল্যাণ বসু আমাদের জানালেন, কয়লার দাম যেমন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে, তাতে ইটের দামে লাগাম পরানো যাচ্ছে না। গত বছর কয়লার দাম ছিল টন প্রতি ৯০০০ টাকা। এবার এক ধাক্কায় দাম বেড়ে প্রতি টন ১৭ হাজার টাকা হয়েছে। পূর্বে জমিতে পুকুর তৈরি করে মাটি নেওয়া হতো। বর্তমানে মাটি কিনতে হয়। মালিক আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। অনাথদা, রবীনদা, সাইফুদ্দিন অনেক পোশাক এনেছিলেন। শিশু শ্রমিক ও শ্রমিকদের জন্য অনাথ দা এবং ঐকতান এর দুই মহিলা সদস্য এবং ভাটার এক পুরনো কর্মচারী ওই পোষাক বিলি বন্টন করলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই ৩৫০ টি পোশাক ফাঁকা হয়ে গেল। আমাদের লাঞ্চ হল ভাটার পুকুরের মাছ, চিকেন, চাটনী, ডাল, ভাজা এইসব দিয়ে। ভাটা শ্রমিকদের নিজস্ব রান্নার ব্যবস্থা।এখানে কোন মেস সিস্টেম নেই। দৈনন্দিন খরচের জন্য মাসিক বেতনের একটি অংশ প্রতি সপ্তাহে হাতে দেন মালিক, যাকে. হপ্তা বলে। মরশুম শেষে সব টাকা নিয়ে বাড়ি ফেরে শ্রমিকরা।

করোনা পরিস্থিতিতে হোঁচট খেয়েছে নির্মাণ শিল্প। এই পরিস্থিতিতে তলানিতে ঠেকেছে এর বিক্রি। ফলে বসিরহাটের অনেক ভাটা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বসিরহাট মহকুমায় ইটের ভাটার সংখ্যা ৫৭৯ টি। ১০ টি ব্লক জুড়েই রয়েছে ইটভাটা। ভাটা বন্ধ হয়ে যাওয়া মানেই শ্রমিকদের কাজ বন্ধ। হাহাকার আরো বাড়বে, কাজ নেই। ইটভাটাকে কেন্দ্র করে দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক জীবন অনেকটাই নির্ভর করে।

পুকুর ভরাটের অভিযোগ

প্রথমপাতার পর...

অভিযোগ অস্বীকার করে গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতি সভাপতি তথা তৃণমূল নেতা গোবিন্দ দাস বলেন, "আমরা পুকুর ভরাটের বিপক্ষে।

যদি বেআইনি কাজ হয়ে থাকে প্রশাসনকে বলবো ব্যবস্থা নিতে। এই পুকুর ভরাটের সঙ্গে তৃণমূলের কোনো সম্পর্ক নেই।

এ বিষয়ে জমির মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।"

গাইঘাটার পাড়ায় পাড়ায় দিদির দূত মমতা ঠাকুর

নীরেশ ভৌমিক ঃ দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচীকে সামনে রেখে রাজ্যের আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে গ্রামে-গ্রামে যাচ্ছেন দিদির দূতেরা। রাজ্যের মুখ্যামন্ত্রীর নির্দেশে শাসক দলের সাংসদ, রাজ্যের মন্ত্রী, বিধায়ক সহ বিভিন্ন স্তরের নেতারা পাড়ায়-পাড়ায় গিয়ে সাধারণ মানুষজনের অভাব অভিযোগ শুনছেন। গত ১৯ জানুয়ারী বনগাঁর ভূতপূর্ব তৃণমূল সাংসদ মমতা বালা ঠাকুরের নেতৃত্বে দলীয় নেতা- কর্মীরা গাইঘাটার চাঁদপাড়া অঞ্চলের ঢাকুরিয়া গ্রামের বিভিন্ন বুথ পরিক্রমা করেন। এদিন সকালে ঢাকুরিয়া কালীবাড়ি মন্দির অঙ্গনে সমবেত হয়ে মমতা বালা ঠাকুর দলীয় নেতা কর্মীদের নিয়ে চাঁদপাড়া অঞ্চলের ১৭০,১৭৫, ১৭৬ ও ১৭৭ নং বুথের কিছু এলেকায় গিয়ে গ্রামের সাধারণ মানুষজনের কথা শোনেন। পাড়ার মানুষজন দিদির দূত মমতা ঠাকুর সহ শাসক দলের নেতৃত্বের নিকট পাড়ার রাস্তা, জল নিকাশি ড্রেন সহ বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন। নেতৃবৃন্দ সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন। এদিনের দিদির দূত কর্মসূচীতে দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি ও মহিলা নেত্রী ইলা বাকচী, সমিতির নারী ও শিশু কল্যান দফ্তরের কর্মাধ্যক্ষ তাপসী ঘোষ, যুব নেতৃত্ব জয়দেব বর্ধন সহ গ্রামের দলীয় পঞ্চায়েত সদস্যগণ। ছিলেন স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্য সুভাষ রায় সহ আরোও অনেকে।

সার্বভৌম সমাচার
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৮৯১৮৭৩৬৩৩৫

মধুসূদন কাটি সমবায়ে কৃষক সভায় জমির ও ফসলের স্বাস্থ্যরক্ষায় জৌব সারে ন্যানো ইউরিয়া প্রয়োগের পরামর্শ ইফকোর ফিল্ড অফিসারের

নীরেশ ভৌমিকঃ বিগত বৎসরগুলির মতো এবারও সমিতির সদস্যদের ডিভিডেন্ড এবং সময়ে ঋণ পরিশোধকারী সদস্যগণকে পুরস্কৃত করল জেলা তথা রাজ্যের সেরা গাইঘাটার মধুসূদনকাটি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি (লিঃ)কর্তৃপক্ষ। গত ১৪ জানুয়ারী সমিতির সভাগৃহে সমিতির সভাপতি বর্ষিয়ান শিক্ষক কালিপদ সরকারের পৌরোহিত্য অনুষ্ঠিত সভায় বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিষদ সদস্য নিত্যানন্দ রায় (সুভাষ) , শিক্ষাব্রতী ড. নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ইফকোর জেলা ফিল্ড ম্যানেজার রীতেশ ঝা, ছিলেন সমিতির সহ সভাপতি সুজিত মণ্ডল, সম্পাদক দেবাশিস বিশ্বাস।

সভাপতি কালিপদ বাবু উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, বিগত অর্থবর্ষে সমিতি ৭৫ লক্ষ টাকা আয় করেছে। সেই অর্থ সদস্যদের গাচ্ছিত শেয়ারমানির ১০ শতাংশ হারে সমিতির ১০৭৯ জন সদস্যদের মধ্যে বন্টন করা হবে। এটা সমিতির সদস্যগণের ভালো কাজের জন্য উৎসাহ পুরস্কার। বর্তমানের সমিতির মূলধন ৫৭ কোটি টাকা বলে সভাপতি জানালেন। এদিন শ্রী সরকার আরোও জানান, তাঁদের সমবায় সমিতি ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারের নিকট থেকে ৪ বার ও কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে ৩বার সেরা সমিতির পুরস্কার লাভ করেছে। সমিতির বিশুদ্ধ পানীয় জল প্রকল্পের সুনাম ও উপযোগিতা সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছে। জেলা পরিষদ সদস্য সুভাষ রায় সমিতির বিভিন্ন জনকল্যান মুখী প্রকল্পের প্রশংসা করেন। সেই সঙ্গে সমিতির ব্যবস্থাপনায় কৃষি মেলা করার প্রস্তাব দেন শিক্ষাবিদ ড. বন্দ্যোপাধ্যায়। সমিতির অন্যাতম প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত কুঞ্জবিহারী সরকারের অবদান স্মরন করে এবং সেই সঙ্গে এদেশে সমবায় আন্দোলনকে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং দেশ ও জাতি গঠনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও স্বামী বিবেকানন্দের অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। আমি নিজেকে এই সমিতিরই একজন বলে মনে করি বলে ইফকোর ফিল্ড মানেজার মিঃ ঝা বলেন, ইফকোর ফিল্ড ম্যানেজার হিসেবে আমি জেলার বহু সমিতি পরিদর্শন করে থাকি, কিন্তু কৃষি ও কৃষক সমাজের উন্নয়নে মধুসূদনকাটি সমবায় সমিতির মতো এমন উদ্যোগ আর কোথা ও দেখিনি।

ইফিকোর প্রতিনিধি রীতেশ ঝা আরোও বলেন, শুধু সার বিক্রি করাই ইফকোর একমাত্র লক্ষ্য নয়, মাটি ও পরিবেশকে রক্ষা করাও তাঁদের লক্ষ্য। এজন্য তিনি ইফকোর তৈরি ন্যানো ইউরিয়া ও জৈব সার ব্যাবহারের জন্য সমবেত কৃষকদের প্রতি আহ্বান জানান। সমাপ্তি ভাষণে সমিতির সম্পাদক দেবাশিস বাবু জানান, সমিতির শুধু সদস্যদের মধ্যে লভ্যাংশ বন্টন করেনি, সরকারের ফান্ডেও পৌনে দু লক্ষ টাকা জমা করেছে। সমিতির উদ্যোগে ফেব্রুয়ারী মাসে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সমিতি পরিচালিত ফার্মার্স ক্লাবের সম্পাদক স্বপন ঘোষ।

পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের শুরুতেই উপস্থিত বিশিষ্টজনদের হাত দিয়ে ৪ জন কৃতি কৃষকের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। অন্যান্য সকল সদস্যগণকেও উপহার এবং সেই সঙ্গে মিষ্টি ও নতুন বছরের ক্যালেন্ডার

প্রদান করে শুভেচ্ছা জানানো হয়। পরিচালক সমিতির অন্যতম সদস্য মিলন কান্তি সাহার সুচারু পরিচালনয় এদিনের লভ্যাংশ ও পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠন সার্থকতা লাভ করে।

নক্সার নতুন নাটক ছোট ছোট বড়রা

নীরেশ ভৌমিকঃ নাটক যে কতটা শিল্প হয়ে উঠতে পারে তার প্রমাণ মিলল নাটকের শহর গোবরডাঙ্গার ঐতিহ্যবাহী নাট্যদল নকসা প্রযোজিত মঞ্চ সফল নাটক 'ছোট-ছোট বড়রা' নাটকে। স্বনামধন্য নাট্য নির্দেশক দেবাশিস রায়ের নির্দেশনায় নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় নক্সার দশম জাতীয় নাট্যোৎসবে। প্রথম দর্শনেই নাটকটি ছোট বড় সকল দর্শকের মনের মনিকোঠায় স্থান করে নেয়।

গত ১৪ জানুয়ারি ফের নাটকটি মঞ্চস্থ হল, নকসা পরিচালিত গোবরডাঙা সংস্কৃতি কেন্দ্রের বিচিত্রায়। মুখ্য ভূমিকায় বিশিষ্ট অভিনেত্রী ভূমিসুতা দাস থাকলেও নাটকটির বাকি ১১ জন কুশীলবের অভিনয়ও প্রশংসার দাবি রাখে। নাটকে রয়েছে জমজমাট নৃত্য ও সুমধুর সংগীত। পরিচালক দেবাশিস বাবুর মুন্সিয়ানা স্বীকার করতেই হয়। রাজ্যের বিভিন্ন জেলার তরুণ অভিনেতা অভিনেত্রীগন ছাড়া আসাম, উত্তরপ্রদেশ ও জম্মু-কাশ্মীরের শিক্ষানবিশ সকল কুশীলবগনই ভবিষ্যতে অভিনয়ের জগতে স্থান করে নেবে, তা বোঝার অপেক্ষা রাখে না। নকসার কর্ণধার বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব আশিস দাস, সকলের ভালো লাগার নাটকটি সকলকে দেখার আহ্বান জানান।

বীর বিপ্লবী নেতাজির জন্মদিনে স্মৃতিমুখর হয়ে উঠবে নাগাল্যান্ডের 'রুজাজো' গ্রাম

নির্মল বিশ্বাস ঃ সময়টা তখন ১৯৪৪ সাল। ব্রিটিশ সরকারের তখন দু'চোখে ঘুম নেই। অথচ, ভারত সীমান্তের নাগাল্যা ন্ডের ছোট একটি গ্রাম 'রুজাজো' স্বপ্ন দেখাচ্ছে গোটা দেশকে। কেননা, ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হওয়া দেশের প্রথম গ্রাম তো এই রুজাজো। সেদিন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ বাহিনীর লড়াকু বাহিনীর কাছে হার মেনেছিল ব্রিটিশ রাজের সেনা বাহিনী।

এই গ্রামে একটানা ন' দিন ছিলেন স্বয়ং নেতাজি। এই স্বর্ণালী ইতিহাস আজও মনে রেখেছেন রুজাজো গ্রামের মানুষেরা। তাই এবার নেতাজির জন্মদিন ২৩ জানুয়ারিকে সামনে রেখে ১০৪ বছর পর স্মৃতিমুখর হয়ে উঠবেন ওই রুজাজো গ্রামের মানুষেরা।

এদিকে সেনাবাহিনীর তরফে জানানো হয়েছে, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৬তম জন্মবার্ষিকী স্মরণে দেশজুড়ে আইকনিক সপ্তাহ উৎযাপন অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে ১৭ জানুয়ারি থেকে ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ থেকে কোহিমা, ইম্ফল, সুরাট, কটক ও কলকাতায় বীর বিপ্লবী নেতাজির স্মৃতি বিজড়িত বিভিন্ন স্থানগুলিতে নানান কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। নাগাল্যান্ড রাজ্য জুড়ে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে ঐতিহাসিক রুজাজো গ্রামকে কেন্দ্র করে। সমগ্র অনুষ্ঠান অসম রাইফেলসের উদ্যোগে।

১৯৪৪ সালে চিন্দউইন নদী পেরিয়ে কোহিমা অভিমুখে যাওয়ার সময় এই গ্রামে স্বয়ং নেতাজি ন'দিন ছিলেন।গ্রামের প্রবীণ ইভাঙ্গেলিস্ট পোসউই সুইরো নেতাজির অধীনে কাজ করেছিলেন। আজাদ হিন্দ বাহিনীর কর্মকান্ডের জীবিত সাক্ষী তিনি। এই মানুষটিকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে। গোটা গ্রামকে জাতীয় পতাকায় মুড়ে ফেলা হবে। ছেলে মেয়ে ও মহিলারা আজাদ হিন্দ বাহিনীর পোশাক পরে কুচকাওয়াজে অংশ নেবেন। আকাশে উড়বে জাতীয় পতাকার রঙের বেলুন। জওয়ানরা একত্র গেয়ে উঠবেন সেই চেনা সুর— "কদম কদম বাঢ়ায়ে জা, খুশি কে গীত গায়ে জা....।"

সাড়ম্বরে শুরু হল পরশ সাংস্কৃতিক উৎসব

নীরেশ ভৌমিক ঃ ঠাকুরনগর ষ্টেশন পার্শ্বস্থ খেলার মাঠের সুসজ্জিত মঞ্চে মঙ্গলদীপ প্রোজ্জ্বেলন করে গত ১৯ জানুয়ারী সন্ধ্যায় দুইদিন ব্যাপী আয়োজিত পরশ সাংস্কৃতিক উৎসব ২০২৩ এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রবীণ শিক্ষক ও সমাজসেবি গোবিন্দ ঘটক। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ঝর্ণা মণ্ডল, প্রখ্যাত মূকাভিনেতা রতন চক্রবর্তী

বিশিষ্টজনেরা সকলেই তাঁদের বক্তব্যে পরশ সোশাল এন্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন এর কর্ণধার শাশ্বত বিশ্বাস এর উদ্যোগে মূকাভিনয় চর্চা এবং সেই সঙ্গে এই বার্ষিক সাংস্কৃতিক উৎসব এর আয়োজনের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সকলেই এই পরশ সাংস্কৃতিক উৎসবের সার্থকতা কমনা করেন।

দুইদিন ব্যাপী আয়োজিত উৎসবে পরশ সংস্থার সদস্যগণ পরিবেশিত সংগীত ও নৃত্য ছাড়াও রয়েছে সংস্থার কর্ণধার শাশ্বত বিশ্বাসের নির্দেশনায় মূকনাটক চন্ডালিকা, হালিশহর রংতাল থিয়েটার প্রযোজিত মূকাভিনয়।

রয়েছে প্রখ্যাত মূকাভিনেতা সোনাল সিনহা নির্দেশিত মূকাভিনয় নবান্ন, দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় পরশ পরিবেশিত অনুষ্ঠান ছাড়াও রয়েছে ধীরাজ হাওলাদার নির্দেশিত মছলন্দপুর ইমন মাইম সেন্টারের মূকাভিনয়, চারঘাটের বিশিষ্ট মূকাভিনেতা অরবিন্দ হাজারা নির্দেশিত মূকাভিনয়, এছাড়াও রয়েছে গোবরডাঙা মৃদঙ্গম এর বিশিষ্ট নৃত্য শিল্পী সৌমিতা দত্ত বণিক পরিবেশিত নৃত্যা লেখ্য। সবশেষে মঞ্চস্থ হবে স্থানীয় অনুরঞ্জন নাট্যদল প্রযোজিত মজার নাটক অপারেশন মগজ। পরশ সাংস্কৃতিক উৎসবকে ঘিরে এলাকার সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষজনের মধ্যে বেশ আগ্রহ চোখে পড়ে।

টাকার বিনিময়ে চাকরি দেওয়ার অভিযোগ

প্রথমপাতার পর...

নু ঠাকুর বনগাঁ লোকসভার সাংসদ।

এ বিষয়ে দেবদাস বাবু বলেন, "আমি কাউকে কাজ দিইনি কাজ দেওয়ার ক্ষমতাও আমার নেই। অশোক বাবু কি করেছেন তিনিই জানেন।"

যদিও অশোকবাবু অডিও ক্লিপের বিষয়ে বলেন, "এই বিষয়ে আমি কিছু জানি না। বলতেও পারব না।" বনগাঁ দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদারও বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। তিনি বললেন, "এ বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই। বিজেপি বিধায়কের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি রামপদ দাস।"

সমস্যার কথা জানালেন গ্রামবাসী

প্রথমপাতার পর...

বিশ্বজিৎবাবুর কাছে। আইসিডিএস সেন্টারটি ঘুরে দেখেন এবং দেড় মাসের মধ্যে ব্যবহারযোগ্য করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

এছাড়া স্বাস্থ্য সাথী কার্ড না পাওয়া ,আবাস যোজনায় পাকা বাড়ি না পাওয়ারও অভিযোগ শুনেছেন তিনি। এক মহিলা অভিযোগ করে বলেন, আমার জব কার্ড আছে কিন্তু সেটা হাতে পাইনি। শুনেছি আমার জব কার্ডে কাজ করে অনেক টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে।

বিশ্বজিৎ বাবু বলেন, "পঞ্চায়েতে নথিপত্র খতিয়ে দেখেছি। ওই মহিলার কার্ডে কোন কাজ হয়নি। কেউ টাকাও তুলে নেননি।গ্রামের পিচের রাস্তাটি ২০১১ সালে করা হয়েছিল। তারপরে আর রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়নি। রাস্তাটি সংস্কারের ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

চড়ুইগাছিগ্রাম ছেড়ে বোয়ালদহর দিকে আসার সময় গ্রামবাসীরা তার গাড়ি আটকান। বিশ্বজিৎ বাবু গাড়ি থেকে নামতেই বাসিন্দারা ক্ষোভ উগরে দেন পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে। বোয়ালদহ বাজারে পানীয় জলের দুটি প্রকল্প আছে। দুটিই দীর্ঘদিন ধরে অকেজো বলে বাসিন্দারা জানান। দুটি প্রকল্পের মধ্যে একটি সজলধারা প্রকল্প। বিশ্বজিৎ বাবু গ্রামবাসীকে আশ্বস্ত করে বলেন। শুক্রবারের মধ্যে সজল ধারা প্রকল্পটি চালু করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ওই গ্রামের এক ব্যক্তির স্ত্রী মারা গিয়েছেন। এই খবর পেয়ে বিশ্বজিৎ বাবু সেই বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানান। এরপর তিনি ঘাটবাওড় অঞ্চল আদর্শ বিদ্যালয়ে যান। স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা তাকে জানিয়েছেন, "স্কুলে একটি সাইকেল সেড ও পানীয় জলের ব্যবস্থার প্রয়োজন রয়েছে।"

বিশ্বজিৎ বলেন, সাইকেলের সেডটি খুব শীঘ্রই করে দেওয়া হবে। এদিন কর্মসূচি চলার সময় কয়েকজন বাসিন্দা তৃণমূলের পতাকা নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন। বিষয়টি নজরে আসতেই বিশ্বজিৎ বাবু তাদেরকে পতাকা নিয়ে চলে যেতে বলেন। গ্রামবাসীর ক্ষোভ প্রসঙ্গে তৃণমূল জেলা সভাপতি বলেন, "গ্রামের মানুষের অভাব অভিযোগ ক্ষোভের কথা শুনতেই আমি এসেছি। রাজ্য সরকারের ১৫ টি প্রকল্পের সুবিধা তাঁরা পাচ্ছেন কিনা সেটাও আমরা খতিয়ে দেখছি। কেউ বাদ পড়লে প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া হচ্ছে।"

এদিন দুপুরে এলাকার একটি মাঠে বসে বিশ্বজিৎ বাবু মধ্যাহ্নভোজন করেন। পরে পঞ্চায়েতে গিয়ে পঞ্চায়েতের কাজকর্ম খতিয়ে দেখেন। একটি সভাও করেন এলাকায়। রাতে এক তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে তিনি রাত্রি বাস করেছেন।

সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত গাইঘাটা পূর্বচক্রের প্রাথমিক পড়ুয়াদের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নীরেশ ভৌমিক ঃ ১৯ জানুয়ারী চাঁদপাড়ার প্লেয়াস এ্যাসোসিয়েশন ময়দানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও শান্তির দূত শ্বেত কপোত উড়িয়ে উত্তর ২৪ পরগণা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত গাইঘাটা পূর্বচক্রের প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রাতিযোগিতা ২০২৩ এর অনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন গাইঘাটা পূর্বচক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক বিদিশা দাস। চক্রের পতাকা উত্তোলন করেন প্রবীণ শিক্ষক নেতা তপন মল্লিক, মঙ্গলদীপ প্রোজ্জ্বলন করেন শিক্ষা দফতরের বিশিষ্ট কর্মী বিভাষ ঘোষ, সমবেত প্রতিযোগীগণকে শপথ বাক্য পাঠ করান শিক্ষক সৌমিত্র বিশ্বাস, শিক্ষক ও প্রতিযোগী শিক্ষার্থাদের মশাল দৌড়ের মধ্য দিয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সূচনা করেন শিক্ষক রাজেশ সরকার, জাতীয় সংগীত শেষে বিশিষ্ট নৃত্য শিল্পী ঋতিশা সরকারের নৃতানুষ্ঠান উপস্থিত সকলের প্রশংসা লাভ করে।

ক্রীড়ানুষ্ঠানের সূচনা করে বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্রীমতী দাস শরীর চর্চা ও খেলাধুলার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে বক্তব্য রাখেন। গাইঘাটার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গোবিন্দ দাস উপস্থিত সকল শিক্ষক শিক্ষিকা ও প্রতিযোগী পড়ুয়াদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে প্রতিযোগিতার সার্বিক সাফল্য কামনা করেন। এদিনের ক্রীড়ানুষ্ঠানে চক্রের ৭৮ টি স্কুলের শ'দুয়েক ছাত্র-ছাত্রী ১৭টি ইভেন্টে অংশ গ্রহন করে। দৌড় লংজাম্ফ, হাইজাম্ফ ছাড়াও ছোটদের আলু দৌড় ও জিমনাস্টিক প্রতিযোগিতা আকর্ষনীয় হয়ে ওঠে। সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তি ও শিক্ষকবৃন্দ। অন্যতম সংগঠক ও শিক্ষক স্বপন পাঠক ও শিক্ষাবন্ধু মিলন কান্তি সাহা জানান, আগামী ২৪ জানুয়ারী গাইঘাটা হাই স্কুল মাঠে মহকুমা স্তরের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। এদিনে চক্রের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানাধিকারীগণই শুধুমাত্র পরবর্তী মহকুমা স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে। চক্রের বিভিন্ন প্রতিযোগী প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে। ক্রীড়া শিক্ষক সুভাষ চক্রবর্তী, সুজিত সিনহা, তপন মণ্ডল, প্রভাষ বিশ্বাস, অংশুমান চক্রবর্তী প্রমুখ ব্যক্তিগণের সহযোগিতায় এদিনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয়। এদিনের ক্রীড়ানুষ্ঠানে উপস্থিত সকল শিক্ষক ও প্রতিযোগী শিক্ষার্থীদের মধ্যে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

জমে উঠেছে চাঁদপাড়া মিলন সংঘের মিলন মেলা

নীরেশ ভৌমিক ঃ চাঁদপাড়ার ঐতিহ্যবাহী মিলন সংঘের পরিচালনায় গত ১৬ জানুয়ারী সন্ধ্যায় সংঘ প্রাঙ্গনের সুসজ্জিত আলোকজ্জ্বল মঞ্চে বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী অনিন্দিতা সাহার কণ্ঠে আগুনের এই পরশমনি ছোঁয়াও প্রাণে সংগীতের মধ্যে মঙ্গ লদীপ প্রজ্জোলন করে ৮ দিন ব্যাপী আয়োজিত মিলন মেলার উদ্বোধন করেন চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এর প্রধান দীপক দাস। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্ট জনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চাঁদপাড়া উপ-প্রধান মনিমালা বিশ্বাস, সদস্য শতদল দেব, জেলা পরিষদ সদস্য সুভাষ রায়, ক্রীড়া সংগঠক মণিভূষণ দাস, মিলন মেলার আহ্বায়ক নারয়ণ মণ্ডল, সমীরণ সানা, গৌতম দাস প্রমুখ।

মিলন সংঘের সভাপতি নির্মল কান্তি বিশ্বাস ও সম্পাদক অর্জুন মল্লিক উপস্থিত বিশিষ্টজনের স্বাগত জানান, স্থানীয় চাঁদপাড়া এস,সি,এসি টি ওয়েল ফেয়ার এ্যাসোসিয়েশানের সদস্যগণ ও সংঘের সদস্যরা সকলকে ব্যাজ, ফুল ও উত্তরীয়তে বরণ করে নেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের বক্তব্যে মিলন সংঘের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান।

উদ্বোধক চাঁদপাড়ার প্রধান দীপক দাস মেলার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে আয়োজিত মেলার সাফল্য কামনা করেন। বক্তব্য রাখেন, সুভাষ রায়, শতদল দেব প্রমুখ বিশিষ্টজন। সংঘের সাংস্কৃতিক সম্পাদক সমীরণ সানা ও বিশিষ্ট সাং স্কৃতিক ব্যক্তিত্ব গোবিন্দ কুন্ডুর সঞ্চলনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বেশ মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে। উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষে শুরু হয় মনোজ্ঞ সংগীত ও নৃত্যের অনুষ্ঠান। মেলার আধার কার্ডের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের শিবির ছাড়াও রয়েছে পশু-পাখির চিকিৎসা, চাঁদপাড়া রামকৃষ্ণ আশ্রমের বুক স্টল, রয়েছে বেশ কিছু মনোহারি ও খাবারের দোকান এবং টয় ট্রেন, মিনিদোলা সহ নানা ধরনের নাগর দোলা। প্রতিদিন অপরাহ্ণ থেকে মেলায় এবং সন্ধ্যায় মেলা প্রাঙ্গনের অলোকজ্জ্বল মঞ্চে অনুষ্ঠিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এলেকার বহু মানুষের উপস্থিতি চোখে পড়ে।

HALL MARK
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি-র
পক্ষ থেকে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সাদর আমন্ত্রণ।

বিশ্বস্ততার আর এক নাম নিউ পি সি জুয়েলার্স
◆ নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে সর্ব ধর্মের মানুষের জন্য ২৫০০/- টাকার সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন।
◆ আমাদের শোরুমে আছে হালকা ও ভারি আধুনিক ডিজাইনের গহনার সম্ভার।
◆ আমাদের মজুরী সবার থেকে কম।
◆ পুরনো সোনার পরিবর্তে হলমার্কযুক্ত সোনার গহনা পাওয়া যায়।
◆ এছাড়া প্রতিটি কেনাকাটায় পাচ্ছেন নিউ পি সি অপটিক্যাল-এর Gift Voucher
◆ জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরির জন্য যোগাযোগ করুন।
◆ সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরির জন্য পুরুষ ও মহিলারা যোগাযোগ করুন (বন্দুক সহ ও খালি হাতে— উভয়ের জন্য)।
◆ Employee দের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে।
দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিং-এর জন্য নিউ পি. সি. জুয়েলার্স-এ এসে সরাসরি যোগাযোগ করুন।
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বাটার মোড়, বনগাঁ (বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি মতিগঞ্জ, হাটখোলা, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল
এখানে সু-চিকিৎসকের পরামর্শে কম্পিউটার দ্বারা চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। আধুনিক মানের চশমার ফ্রেম, গ্লাস ও লেন্সের বিশাল সম্ভার।

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

Estd: 2014
Reg.No S0023486
কলাভূমি উৎসব
আয়োজনে
ঠাকুরনগর কলাভূমি
সহযোগিতায়ঃ উদয়ন সংঘ
তারিখঃ ২৫ ও ২৬শে জানুয়ারি ২০২৩
সময়ঃ সন্ধ্যা ৫ ঘটিকায়
স্থানঃ ঠাকুরনগর খেলার মাঠ
সবার সাদর আমন্ত্রণ
শিমুলপুর, ঠাকুরনগর, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩২৮৭
কথাঃ ৭০০৩৩৭৭৫০৪/৮৭৭৭৬৭২১৬৭/৭৮৭২৩৪৬১৮৬

Future India Logistics
WE CARRY YOUR TRUST
Tapabrata Sen
Propritor
LOGISTICS
7501855980 / 7001727350
futureindialogistics@yahoo.com
Subhasnagar, Bongaon
North 24 pgs, PIN- 743235
TRANSPORT SHIPPING & LOGISTICS SOLUTIONS

COMPUTER & PRINTER REPAIRING
যত্ন সহকারে সামনে বসে কাজ করা হয়
কার্টিজ রিফিল করা হয়।

UNICORN
Mob. : 9734300733
অফিস ঃ কোর্ট রোড, লোটাস মার্কেট, বনগাঁ, উঃ ২৪ পরঃ

Arup Kumar Nath
Customs Clearing & Forwarding Agent
: 03215-245 718
9475399888
8768010885
: absenterprise43@gmail.com
absenterprise43@yahoo.com
A.B.S. ENTERPRISE
Hazi Market (1st Floor) ● PETRAPOLE ● BONGAON ● NORTH 24 PARGANAS

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9647791986 / 7076271952**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in **Sub- Editor- Haridas Golder** **Editor- Utpal Mallick**